পদ্য-সংগ্রহ।

১৭১৭

শ্রেণী নং
কলিকাতা।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর
প্রণীত।

গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৩০।৩ মদন মিত্রের গলি—'দীনধাম'

কলিকাতা।
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,
"কালিকা যন্ত্রে।"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৬।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

৩৫৭৭

পদ্য-সংগ্রহ।

মানব-চরিত্র।

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া।
দুঃখানলে দহে দেহ বিদরয়ে হিয়া॥
এক জীবে আর ফল স্বভাব অভাব।
পদ্মরাগ-আকরেতে কাঁচের প্রভাব॥
জনগণ বিবরণ করিতে বর্ণন।
অশ্রুধারা ধারে ধারে বক্ষেতে বর্ষণ॥
চিন্তামণি চিন্তা চিত্ত চিন্তা নাহি করে।
অসার সংসারছায়া কায়া বলে ধরে॥
অন্তর্য্যামী জন হতে অন্তর অন্তর।
অনিত্ত নিধির তত্বে চিন্তিত অন্তর॥
মায়া মোহ মহা ঘোর অঘোর তিমির।
তথাবৃত ধরাবন বিষম গভীর॥
এ কাননে নরগণ বিবৃত বিপদে।
হরি করী করী-অরি অরি পদে পদে॥
মায়া ব্যবধানে আঁখি অন্ধ দেখিবারে।
বন মাঝে মনমৃগ ধৃত বারে বারে॥
রুষ্টচিত্ত সদানন্দে অন্তর বিকৃত।
রুষ্টচিত্ত সদানন্দে ধনেতে বিক্রীত॥
কোষাসক্তমনা নর আপনা বিস্মৃত।
গরল সরল জ্ঞান অনর্থ অমৃত॥
হিতকারী অপকারী বোধ সবাকার।
অপকারী অপকারী নহে কেহ কার॥

আশা মদ্যপানে মত্ত মনোন্মত্ত অতি।
রথচক্রগতি মত ঘুরিতেছে মতি॥
কি করিতে কোথা গত কবে কোথা যাবে।
ভবে এসে পাশে বদ্ধ ভ্রমে নাহি ভাবে॥
একেবারে শত আশা হৃদয়ে উদয়।
ভাবিতে ভাবিতে তারা আর নাহি রয়॥
কত ভাবে কত ভাবে করে কত ভাব।
দীর্ঘসূত্র দীর্ঘ শক্র নাশে সব ভাব॥
মনবিবরণ কথা কহনে না যায়।
বোধ হয় ধরা যায় ধরিতে পলায়॥
ব্যগ্রচিত্তে স্নিগ্ধ হয়ে করিয়ে মনন।
একমনে ভেবে দেখি মনে নানা মন॥
যদিও অসংখ্য ভাগি বিভক্ত এমন।
শত শত মন তার এক এক মন॥
মনে ভাবি একমনে ধরি একমনে।
অন্যমনা মন পরে হেরে অন্য মনে॥
একারণ অপকর্ম্মে নরতৃষ্ণাতুর।
মনে মুখে অনেকতা শঠত্বে চতুর॥
ভাবে এক বলে আর কাজে করে অন্য।
বাহিরেতে মকরন্দ মনেতে জঘন্য॥
অহঙ্কার অলঙ্কার ব্যসন বসন।
অকথ্য কাহিনী কথা অভক্ষ্য অশন॥
পরের বনিতা মাতা ঘোষণা জগতে।
শ্বশুর-দুহিতা তিনি আধুনিক মতে॥
জপ তপ দান ধ্যান স্নান পূজা যত।
কালে কালে একে একে হইয়াছে হত॥
অন্তঃপুর সুরপুর ভূলোক গোলোক।
জায়া-কায়া-আলোকনে আলোক পুলক॥
একাকিনী রাখি কেহ আপন কামিনী।
বারবিলাসিনী সহ যাপেন যামিনী॥

ভবার্ণবে নরগণ অর্ণবের যান।
পথ-প্রদর্শক জ্ঞান সুপথে চালান॥
জ্ঞানের বিহীন এবে অবনীমণ্ডলে।
কর্ণধার হীন তরি যথা তথা চলে॥
কুমতী কুবায়ু তাহে বহে অনুক্ষণ।
ভূতলে পতিত হয় না হয় রক্ষণ॥
ভেবে চিন্তে চিন্তা দূর হইলাম তৃপ্ত।
পৃথিবী পাগলাগার মানবেরা ক্ষিপ্ত॥
ইষ্ট বাক্যে রুষ্ট হয় তুষ্ট কষ্টভোগে।
ভিষকে অবজ্ঞা করে জীর্ণকায় রোগে॥
যে দোষে সরষ হয় সে জনে সরস।
যে দোষে বিরস হয় সে জনে বিরস॥
পাপানলে গ্রহ দাহ হয় শিরোপরে।
তথাপি সে ঘরে নরে রয় অকাতরে॥
শমন-শার্দ্দূল আসে গ্রাসিবারে অঙ্গ।
অনাতঙ্কে দেখে রঙ্গ মানব-কুরঙ্গ॥
মহাকাল কালসর্প দংশিতে আগত।
শুভ্রকেশ শিশু তারে করে করাগত॥
ধরণী-বিপিনে ব্যাধ কৃতান্ত দুর্দ্দান্ত।
দেখে জালে পড়ে নর দুর্ম্মতি নিতান্ত॥
মৃত্যুশর অগ্রসর বিন্ধিবারে বক্ষে।
দেখে বাণ আগুয়ান বিপক্ষ স্বপক্ষে॥
বিধিমত আচরণে যম পরাজয়।
স্বশরীরে স্বর্গে যায় হইয়ে বিজয়॥
বিধি বিধি সমুষ্ঠান অমর সোপান।
অমর ভাবিয়ে সবে না ভাবে বিধান॥
কত লোকে পরলোক দেখে কত লোক।
যারা শব তারা শব বলে সব লোক॥
দিন গেলে দেহী বলে বাড়িছে বয়স।
কালে কাল কাল প্রাপ্ত হয় আয়ুঃশেষ॥

এক পথগামী সবে যাবে এক স্থানে।
কিছু কিছু আগু পিছু বিধির বিধানে॥
নবচ্ছিদ্র দেহে প্রাণ বায়ু অভিপ্রায়।
শতদল দলগত জলবৎ প্রায়॥
কখন কোথায় যাবে জীবন চপল।
ভাবিলাম দুই করে ধরিয়ে কপোল॥
দেখিলাম শুনিলাম করিলাম সায়।
পলকে পলায় প্রাণ নিরয়ে মিশায়॥
মাটিতে গঠিত কায়া মাটি হয়ে যাবে।
কর্ম্মফল সুখ-দুঃখভোগে আত্মা রবে॥
নশ্বর শরীর এই স্থায়িত্ব রহিত।
চৈতন্য বিহীনে হবে চৈতন্য-রহিত॥
যে মস্তকে মতিঝিল* বিলাতি ধারায়।
ঝিলে গড়াগড়ি যাবে পড়িয়ে ধরায়॥
যে অঙ্গ সরোজরাজ পরশনে শীর্ণ।
শৃগাল শকুনি শুনি করিবে বিদীর্ণ॥
যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চঞ্চু বাণ॥
যে রসনা রস বিনা পান নাহি করে।
দুর্গন্ধ কীটেতে ব্যাপ্ত হইবে সত্বরে॥
সাসনে বিষণ্ণ মন আছন্ন মায়ায়।
আমাভাবে পরিবারে কি হবে উপায়॥
অকারণ কি কারণ হেন ভাব মন।
বৃথা গৃহ বৃথা স্নেহ বৃথা পরিজন॥
এ আমার ও আমার সে আমার বশ।
আমিতো কাহারো নহি আমারো অবশ॥
আমি যদি আমি নহি তবে কি কারণ।
আমার লোকেরে ভাবি আমার কারণ॥

---

* ত্যাড়াকাটা।

সোদর সোদরা দারা তনয় তনয়া।
কোথা রবে তারা সবে হইলে বিজয়া॥
মরণান্তে কেহ মম সহগামী নয়।
গোময় ছড়ায় পথে পাছে মন্দ হয়॥
আপনা বঞ্চিয়া কোষে সঞ্চয় যে ধন।
সে ধন কোথায় রবে হইলে নিধন॥
কার জন্য কর করি হয় মনোহর।
মণিময় পুরী আর সুখ সরোবর॥
নানানিল বহিতেছে দেহের সমীপ।
এখনি নির্ব্বাণ হবে জীবন-প্রদীপ॥
এ আলয় খেলালয় লয় মম মনে।
রঙ্গ ভঙ্গ সাঙ্গ হয় হেরিলে শমনে॥
এই বেলা ত্যজ খেলা বেলায় বেলায়।
নতুবা প্রলয় হবে মজিলে খেলায়॥
মধ্যাহ্ন হয়েছে গত আগত বিকাল।
প্রাণভয় আসিতেছে সহ সন্ধিকাল।
জীবনান্তে মৃত্যু শশী যে হবে উদিত।
হৃদ্হ্রদে হৃৎপদ্ম হইবে মুদিত॥
পরিণামে হরিধামে বাসের বাসনা।
কর মন পরিজন ত্যজিয়া কামনা॥
হরিনাম কর বলি ধর করতলে।
রিপুদল খণ্ড খণ্ড হবে ভূমণ্ডলে॥
পরম পবিত্র ব্রহ্ম নিত্য নিরঞ্জন।
দয়াশীল কৃপাময় অঞ্জনভঞ্জন॥
ভক্তির অধীন তিনি সদা আশুতোষ।
অল্প কালে স্বল্প তপে হয়েন সন্তোষ॥
অষ্ট অক্ষি অষ্ট অরু প্রভাব ভুবনে।
দুঃখ নিবারণ হেতু দেখেন যতনে॥
চারি হস্ত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রক্ষণে।
মাভৈ মাভৈ শব্দ করেন বদনে॥

একবার যেই জন ডাকে এ পিতায়।
পরিতুষ্ট আলিঙ্গনে করেন তাহায়॥
কায়মনচিত্তে তাঁর নিলে পদাশ্রয়।
তপনতনয়-ভয় হয় পরাজয়॥
ভবসিন্ধুবারি বিন্দু কৃপাসিন্ধু আশে॥
দীনবন্ধু-পদবিন্দে দীনবন্ধু ভাষে॥

রূপক।

দম্পতি-প্রণয়।

বিজয় কামিনী।

কাঞ্চন নগরাধিপ রাজা মহাশয়।
বিজয় নামেতে তাঁর একই তনয়॥
অপরূপ রূপ তাঁর সুগুণ অশেষ।
ধর্ম্মশীল নীতিবেত্তা, নাহি পাপলেশ॥
বেড়েছে বয়স তবু নাহি করে বিয়ে।
সকলে বিনতি করে বিয়ের লাগিয়ে॥
বয়স্যগণের সহ একদা বিজয়।
সদালাপ করিতেছে, আনন্দ-হৃদয়॥
দোষহীন পরিহাস কথায় কথায়।
বিবাহের কথা শেষ উঠিল তথায়॥
সুরসিক সুপণ্ডিত বয়স্য জনেক।
বিজয়ে বিয়ের তরে বলিল অনেক॥

ত্রিপদী।

নরের সুখের তরে, দয়াময় দয়া করে,
সৃজিলেন ভুবনমোহিনী।
মনোহরা এ প্রমদা, বহু গুণে বিশারদা,
শশীপদ্মে লাজ বিধায়িনী॥

আলাপন অধ্যয়ন, আরাধন উপার্জ্জন
অশন বসন আভরণ।
কিছু নহে মনোনীত, বীণা হস্তে হোলে নীত,
রমণীয় রমণীরতন॥

বিনা বাসে কমলিনী, বাসহীনা কমলিনী,
শোভাহীনা সুশোভিত পুরী।
সুখে মুখ হয়ে মূক, বৃথা দুঃখে দহে বুক,
মন-সুখ মন করে চুরী॥

বিধিবিধ পরিণয়ে, কামিনী কাঞ্চন লয়ে,
লোকযাত্রা সুখে অনুষ্ঠান।
ধর্ম্মের উন্নতি হয়, পরিতাপ পরাজয়,
ফুলে পূর্ণ প্রণয় বাগান॥

উপাসনে সোণামণি, করে সদা চিন্তামণি,
পতি সনে দেবালয় যায়।
ভোজনাদি বিভূষণ করে সব আয়োজন,
প্রিয়জনে প্রয়োজন যায়॥

পথে পান্থ হয় শ্রান্ত, মনে মনে মন শান্ত,
কান্তা করে সান্ত্বনা উপায়।
স্বামীর সুখের তরে, শীতে বারি উষ্ণ করে,
তালবৃন্ত নিদাঘে যোগায়॥

গৃহ শূন্য হয় যার, দশ দিক অন্ধকার,
সংসার শ্মশান অনুমান।
পোড়ে মন শোকানলে, কারে কিছু নাহি বলে,
চলে বসে পাগল সমান॥

অতএব নিবেদন, শুন সব বন্ধুগণ,
বিজয়ের বিবাহ উচিত।
হোলে পরে অনুমতি, রূপবতী গুণবতী,
আনিবার করিব বিহিত॥

পয়ার।

বিজ্ঞবর সুপণ্ডিত বিজয় রাজন।
প্রফুল্লবদনে পরে করে নিবেদন॥
পরমেশ-অভিপ্রেত পরিণয় বটে।
প্রণয়িনী প্রয়োজন, যদি ভাল ঘটে॥
জীবের প্রধান কাজ দেব আরাধন।
নিবিষ্ট হইবে তায় হোয়ে একমন॥
তাহার ব্যাঘাত যদি নারী লোয়ে হয়।
কোন মতে বিয়ে করা উপযুক্ত নয়॥
ততকাল বিভু আজ্ঞা করিবে পালন।
যতকাল তাঁর কার্য্য না হয় হেলন॥
অচির দম্পতী সুখ অনিত্য ধরায়।
তার হেতু নিত্য সুখ বল কে হারায়॥
তবে যদি মনোমত পাই সুলোচনা।
গুণবতী, ধর্ম্মশীলা, পতিপরায়ণা॥
দ্বিতীয়া বলিয়া তারে নিতে ইচ্ছা হয়।
মরণান্তে যার সহ থাকিবে প্রণয়॥
বিজয়ের বাক্য শুনে যত বন্ধুগণ।
পূরাতে বন্ধুর আশা করিল মনন॥
ভাবিতে ভাবিতে সবে যায় নিজালয়।
বিজয় চলিল ঘরে প্রফুল্ল-হৃদয়॥
নিদ্রায় আবৃত হয়ে নিশি পোহাইল।
ঊষায় উঠিয়া পথে ভ্রমিতে চলিল॥
যাইতে যাইতে রায় গজেন্দ্র-গমনে।
সুরম্য উদ্যান এক দেখিল নয়নে॥
কুসুম কানন সেই অতি মনোহর।
প্রবেশিল তাহে রায়, সরস-অন্তর॥
ফুটিআছে নানা ফুল, অপরূপ শোভা।
গোলাপ মল্লিকা জাতি বেল মনোলোভা।
মহানন্দে মধুকর করিতেছে গান।

শুনিলে অন্তরে বিধে অতনুর বাণ ॥
বিজয় বিমনা হয়ে করিছে ভ্রমণ।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিতেছে তরুণ তপন ॥

এমন সময় তথা মরাল গমনে।
আইল কুমারী এক কুশুম চয়নে ॥

যৌবনে আগতা প্রায়, বিনা পতি অলি।
ফুটিবার আগে যেন কমলের কলি ॥

কামিনী কন্যার নাম ধর্ম্মপরায়ণা।
দিবানিশি একমনে ঈশ্বর-কামনা ॥

বিজয়-লোচন-পথে পড়িল কামিনী।
বিমোহিত হয় রায় হেরে সীমন্তিনী ॥

কষিত কাঞ্চন, আহা, কি আসে ওখানে।
তরুণ অরুণ দেখি আছে নিজ স্থানে ॥
কুসুম-ঈশ্বরী বুঝি কুসুম-কাননে।
ধীরে ধীরে আগমন ফুল দরশনে ॥
কানিনী আকারে কিম্বা পূণ্য অধিষ্ঠান।
কামের কামিনী নহে হয় অনুমান ॥
আহা মরি, হেরি মুখ পঙ্কজ-সুন্দর।
সুশীলতা মাখা যেন তাহার উপর ॥
ললিত লোচন টান লেগেছে নয়নে।
প্রভায় প্রকাশ করে যাহা আছে মনে ॥
এই পথে আসিতেছে চপলা চপল।
বচন শুনিয়া করি শ্রবন সফল ॥
উত্তরিল বিধুমুখী ক্রমেতে নিকটে।
পুরুষ হেরিয়া পড়ে বিষম সঙ্কটে ॥
ভীতা হেরে কামিনীরে কহে যুবরায়।
অভয়ে তোল হে ফুল, ভয় কি আমায় ॥
প্রতিবাসী হেরে কথা কহিল কামিনী।
চমকিত.কেন তুমি হেরিয়া কামিনী ॥

কে তুমি, কি নাম ধর, কেন এ কাননে।
তব রূপ বলিতে না পারি একাননে॥
কি কারণ, কোথা আসা, আশা তব কায়
ধর্ম্মশীল জানিয়াছি হেরে তব কায়।
আপনার যদি হয় কুসুম অভাব।
বলিলে ঘুচাতে পারি অভাবের ভাব॥
পরিচয় দিয়ে রায় নিল পরিচয়।
মনোগত কথা পরে বিবরিয়া কয়॥

বিজয়ের উক্তি এবং কামিনীর উত্তর।

বি। ফুলে প্রয়োজন মম নাহি হে কামিনী।
ইচ্ছা নাহি করে আর লইতে নলিনী॥
হাতে নিতে নিতে হায় হইয়ে মলিন।
ক্ষণেক বিলম্বে হয় সব শোভাহীন॥
এমন কুসুমে আর নাহি প্রয়োজন।
চিরস্থায়ী সুকুসুমে আছে মাত্র মন॥
কা। ক্ষনিক অবনীধামে সকলি নশ্বর।
ভাবিয়া কিছুই আমি না দেখি অমর॥
আশার সুসার তব করিবে কেমনে।
সৃষ্টিছাড়া আশা তব রাখ মনে মনে॥
বি। কামিনী বাঞ্ছিত ফুল আছে হে তোমার।
কা। দেখাও তোমায় দিব করি অঙ্গীকার॥
বি। মনে মনে দেখ ভাবি ভাবিয়ে কামিনী।
কামিনী কুসুম কি হে, কুসুম কামিনী॥
কা। বিজয়, বচন তব বুঝিবারে নারি।
স্থায়িনী বলিয়ে তুমি কিসে ভাব নারী॥
এখনি মলিনা বলে ত্যজিলে নলিনী।
কি বলে আবার চাহ নলিনী কামিনী॥
সরোবরে সরোজিনী দেখহ যেমন।
চরাচরে চন্দ্রাননী জানিবে তেমন॥

কলিরূপে কমলিনী বালিকা কামিনী।
রমণীয় শোভা চক্ষে আনন্দ-দায়িনী॥
ঢল ঢল মকরন্দে বিকচ কমল।
সরস তরুণী সহ যৌবন বিমল॥
পদ্মিনীতে মধুকর প্রণয়ে জুড়ায়।
পরিণেতা পরিণয়ে লয় ললনায়॥
অলি চোলে যায় পদ্ম হোলে মধুহীন।
আদরিণী আদরিণী যুবতী য'দিন॥
মলিনী নলিনী দুখে পড়ে পদ্মাকরে।
ধরায় মিশায়ে যায় কামিনী কাতরে॥
অবলা ললনা পেয়ে ছলনা কোরনা।
অচির ফুলের ন্যায় অচির অঙ্গনা॥
বি। কামিনি, কামিনী-কথা কহিলে কৌশলে।
মনে মনে মনোভাব রাখিয়াছ ছলে॥
কামিনীতে কমলিনী আছে কিছু সার।
তোমায় দেখায়ে আমি করিব প্রচার॥
তুমি পদ্ম পদ্মমুখি, তুমি পদ্মাসন।
জীবন নিধন হবে, না যাবে জীবন॥
মাটিতে গঠিত কায়, কমল সমান।
শমনের আগমনে হইবে নির্ব্বাণ॥
কিন্তু দেখ মনোমাঝে ভাবিয়ে কামিনী।
ভুবন-মোহিনী মন ভুবন-মোহিনী॥
কোন কালে তার রূপ নাহি হয় লয়।
চিরকাল সমভাবে রয় দেবালয়॥
কা। মনের যে কথা তুমি বলিলে এখন।
শাস্ত্রজ্ঞানে জানিয়াছি এই বিবরণ॥
নিরাকার মন হয় লাবণ্যবিহীন।
কি দেখে হতেছ তার প্রেমের অধীন॥
বি। আহা মরি আদরিণি, শুনহে স্বরূপ।
মন মনোমোহিনীর অপরূপ রূপ॥

তোমার লাবণ্য হেরে জুড়ায় নয়ন।
তব মনরূপ দেখে বিমোহিত মন॥
সতীত্ব সুশোভা তার বয়ান বিমল।
পরসুখ অভিলাষ লোচন কমল॥
ভাল ভাল শোভা করে পরেশ প্রণাম।
ভাবনা চিকণ চুল শ্যাম যেন জাম॥
উপদেশ অনুরক্তি শোভিছে শ্রবণ।
সাধুর সুখ্যাতি তায় কুণ্ডল ভূষণ॥
পাপ ছাড়ি পুণ্য লব সদা এই আশা।
অতি সূক্ষ্ম অপরূপ শোভা করে নাসা॥
সদা সুখ আলাপন রসনা সুন্দর।
সুশীলতা সরলতা শোভে ওষ্ঠাধর॥
মনোহর পয়োধর পরম প্রণয়।
ক্রমশঃ উন্নত কভু নত নাহি হয়॥
ক্ষমাপর উপকার শোভে দুই পাণি।
পরম সুন্দর শোভা তুলনা না জানি॥
কামকায় সব পাপ শোভে মাজা ক্ষীণ।
পুণ্যের সঞ্চয় তায় নিতম্ব নবীন॥
পরিণামে হরিধামে বাসের বিশ্বাস।
অপূর্ব্ব যুগল পদ নাহি কভু নাশ॥
তব অঙ্গ-আভা নব-বিভাকর-বিভা।
মন-অঙ্গ-আভা নিত্য নিরমল-নিভা॥
এমন এ মন হেরে বিমনা যে মন।
জানে জানে জানে আর মনে মনে মন॥
যদি এ বচন সত্য হয় অনুমান।
মনোরমা মন-রামা, রামা কর দান॥

কা। ওমা কত বেলা হোলো কথায় কথায়।
দেখিতে দেখিতে ভানু আইল কোথায়॥
যাই যাই, করি গিয়ে কুসুম চয়ন।
এসো তুমি সঙ্গে এসো করহে ভ্রমণ॥

বি। তোমার বেড়েছে বেলা আমার লাগিয়ে।
চল চল দিব ফুল তোমায় তুলিয়ে ॥
কা। বাধিতা তোমার কাছে, শুনে সারবাণী।
এই উপকারে দাসী হইবে কামিনী ॥
মনানন্দ মনে মনে রাখিয়ে গোপনে।
উভয়ে নিযুক্ত হয় কুসুমচয়নে ॥
কনক কুসুম-পাত্র কামিনীর করে।
বিজয় কুসুম রাখে তাহার ভিতরে ॥
চতুরের চূড়ামণি, রসিকের সার।
ফুলে ফুলে মনো আশা করিল প্রচার ॥
প্রফুল্ল কামিনী এক লোয়ে রস রঙ্গে।
ফুলাধারে দিতে মারে কামিনীর অঙ্গে ॥
কামিনী কামিনী-ঘায়ে ফিরায়ে নয়ন।
সুখেতে মধুর রবে বলিল তখন ॥
কা। শ্রমে ভ্রমে কোন্ ক্রমে ওহে যুবরায়।
ফুলাধারে দিতে ফুল মারিলে হে গায় ॥
বি। আমরি সুন্দরী ধনি, রেগ না অন্তরে।
না জেনে দিয়েছি ফুল ফুলের উপরে ॥
ভুলের ফুলের ঘায় যদি পাও দুখ।
আমারে মারিয়ে ফুল, ঘুচাও অসুখ ॥
কা। মারিতে বাসনা বটে ফুল পেলে গায়।
কিন্তু সখা দুঃখ দূর নাহি হবে তায় ॥
মন্ খুলে ফুল যদি মারিতে এ জনে।
পরিশোধ পরিতোষ পাইতাম মনে ॥
বি। জানিয়ে কুসুম যদি মারিলে তোমায়।
সুখী হও ফিরে ফুল মারিয়া আমায় ॥
তব সুখ সম্পাদনে করি প্রাণপণ।
এই ফুল মারিলাম, জানিয়ে এখন ॥
কা। কুসুম-আঘাত নাথ, খেতে সাধ ছিল।
সে আঘাত পেয়ে মন মোহিত হইল ॥

বিদ্যার সাগর তুমি, নাহি পাপলেশ
নিরমল মন তব, পবিত্র বিশেষ ॥
কে করিবে বোলে শেষ সুগুণ অশেষ।
অবশেষে ভাবে শেষ কি করিবে শেষ ॥
পরমেশ দাস দাসী নর নারী হবে।
পরিণয় প্রিয়বর, শ্রেয়স্কর তবে ॥
দম্পতি-মিলন যদি শুভক্ষণে হয়।
পুণ্য সহ চারি গুণে সুখের সঞ্চয় ॥
প্রমদার সহযোগে পতির দ্বিগুণ।
কামিনীর দুই গুণ পেয়ে পতিগুণ ॥
বিবাহে বাসনা মম আছে অবিরত।
ভাগ্যদোষে নাহি পাই মন মনোমত ॥
অবোধ অবলা-চয় বিগুণের বাসা।
ধন্যশালী রূপবান্ পতি করে আশা ॥
বিষয় বিভব মাত্র লাবণ্য অসার।
ভয়ানক হয় তায় ভব পারাবার ॥
জীবন জীবন তার বাসনা বাসনা।
পতি-মনোজ্যোতিঃ যেই না করে বাসনা ॥

বি। কি কব মনের কথা কামিনি, এখন।
বিবাহেতে আগে নাহি ছিল মম মন ॥
পুরুষেরা কাপুরুষ পরিণয়ে হয়।
কামিনী কামের দাসী মনে মনে লয় ॥
জগতে প্রধান শোভা কামিনী নির্ম্মাণ।
পুণ্য অনুষ্ঠান হেতু পুরুষে প্রদান ॥
কি হেতু এ দান তার নাহি আলোচনা।
আনন্দে বোধান্ধ হয় হেরে সুলোচনা ॥
রূপসী রমণী হলে মনে ধন্য মানে।
ষড় ঋতু দেখে কেহ কামিনী-বয়ানে ॥
প্রণয় শত্রুতা তার বিচ্ছেদ মিলন।
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম যে করে হেলন ॥

উভয়েই মন চুরি করিয়া বচনে।
মনানন্দে পুলকিত হয় দুই জনে॥
গান্ধর্ব্ব বিধানে বিয়ে করিয়ে সাধন।
নিজ বাসে যেতে দোঁহে করিল মনন॥
পরিবর্ত্ত করি পরে বিদায়ি চুম্বন।
নিজ নিজ ধামে চলে, বিরস-বদন॥
বয়স্যে বলিল সব রাজবিদ্যমান।
প্রকাশিত পরিণয় হয় সমাধান॥
সুপ্রকাশে পোহাইল দুখের যামিনী।
সুখের দম্পতী হোলো বিজয় কামিনী॥

জামাই-ষষ্ঠী।

(প্রথম বারের)

জ্যোষ্টি মাসে ষষ্টিবুড়ী যষ্ট করি করে।
জামাই জামাই বলি ফেরে ঘরে ঘরে॥
পররে পোষাক সব হওরে ত্বরিত।
চলরে শ্বশুরবাড়ী আমার সহিত॥
নব-বিবাহিত ছিল যত যুবাচয়।
দেবীকে আগতা দেখি প্রফুল্ল-হৃদয়॥
যাইতে রমণীপাশে বিলম্ব সহে না।
বারণ সমান মন বারণ মানে না॥
কামিনী কনককায় করিতে দর্শন।
উন্মীলিত আছে সদা মনের নয়ন॥
প্রমদার প্রেমডোরে টানে মনোরথ।
এক দণ্ডে বোধ হয় ছ'মাসের পথ॥
পরিল চাকাই ধুতি উড়ানি উড়িল।
কামিজ পিরান পেংগি কত গায় দিল॥
কারপেট সুজ্ পায়, আঙ্গুলে অঙ্গুরী।
ক্যাটিয়া বিলাতী সিঁতি বাড়ায় মাধুরী।

ঘড়ির শিকল গলে, ট্যাঁকে থাকে ঘড়ি।
কোমরে সোণার বিছা, হাতে হেম ছড়ি।
প্রেম-রবি সকলের সমান উদয়।
সকলেরি সমানন্দ ষষ্টীর সময়॥
ধনহীন দীন দুঃখী তারা সজ্জা করে।
যেতে হবে মধুপুরে, দুঃখেতে কি করে॥
সুবেশে শ্বশুরবাড়ী বাড়াইতে মান।
বসন চাহিয়া ফেরে খোয়াইয়া মান॥
কোন জন বলে আসি ইয়ারের সনে।
ধুতি হলে যেতে পারি শ্বশুর-ভবনে॥
চাদোর অভাব মোর বলে অন্য জন।
রিপু করে নিব ধুতি করিয়ে যতন॥
কেহ বলে কেমনে শ্বশুরালয়ে যাই।
যোটাতে বসন পারি টাকা কোথা পাই॥
পরের পোষাক পরি কোরে ফতো জারি।
ফিরে এসে ফিরাইয়া তাহা দিতে পারি॥
ধার করা টাকা ব্যয় হবে তথা গিয়া।
শ্রীঘরে যাইতে হবে শ্রীধাম ছাড়িয়া॥
যেমনে হউক সবে উদ্যোগী গমনে।
চঞ্চল হয়েচে মন কামিনী কারণে॥
চরণ বাহন কার, কার হয় করী।
শিবিকায় যায় কেহ, কেহ তরিপরি॥
মুখের মাধুরী হেরি মোহন মুকুরে।
গদ গদ চালে পদ, জায়া যেই পুরে॥
উপনীত একে একে আনন্দ-ভবনে।
প্রেমানন্দে পুলকিত পুরবাসীগণে॥
প্রেমদা-পিতার পদে মিনতি করিয়া।
অন্দরে জামাই যায় কৌতুকী হইয়া॥
মুদ্রা দিয়া বন্দিলেন শ্বাশুড়ীচরণ।
উপরে তুলিতে মুখ লজ্জিত নয়ন।

মেয়ের ভেড়ুয়া করা শ্বাশুড়ীর ক্রিয়া।
আশীর্ব্বাদে গরু করে ধান দুর্ব্বা দিয়া॥
ছলনা ললনাগণ গোপনে করিল।
ভাঁটাপরে কাষ্ঠাসন বসিবারে দিল॥
আহ্লাদে প্রহ্লাদ ক্ষেপা বসিল তাহায়।
টলিয়া চলিল পিঁড়ি বড় লাজ পায়॥
উঠিল হাসির ঘটা রূপসীমণ্ডলে।
ঘোড়াছাড়া গাড়ী যায় দেখ দেখ বলে॥
শ্বশুর-দুহিতাগণ যেখানে যে ছিল।
এক বিনা একে একে সকলে আইল॥
কৌতুক করিতে সুখে নন্দায়ের সনে।
আইল শালাজগণ গজেন্দ্রগমনে॥
নবীন পুরুষ ঘেরি বসে যত নারী।
বিহার-বিপিনে যেন বিপিন-বিহারী॥
কোন রামা বলে মাগো বোকা কি জামাই।
আর জন বলে দিদি ভাবিতেছি তাই॥
কেহ বলে আই আই বলি লাজ খেয়ে।
আমা পানে রহিয়াছে একদৃষ্টে চেয়ে॥
জামাই কহিল কথা লাজ পরিহরি।
নীরব-কাহিনী মম শুনলো সুন্দরী॥
বিধুকলা বিধুমুখি তব বিধুমুখ।
পূর্ণোদয় দিনে দেখি মূক হলো মুখ॥
নীরদ-নিনাদ মম ভয় পাবে শশী।
নিরীক্ষণ করি তাই মৌনমুখে বসি॥
রামা-আস্য সুপ্রকাশ্য মৃদু হাস্যময়।
অরুণ উদয় যেন উষার সময়॥
খাদ্য দ্রব্য নানা মত করে আয়োজন।
বৃথায় বর্ণন তার জানে সর্ব্বজন॥
চাতুরী চতুরা মেয়ে করে পায় পায়।
পায় পড়া যারা তারা লজ্জা নাহি পায়॥

কলাগাছে ডাব করে বাটাভরা পোকা।
চতুরের ভয় কিবা, ঠকে যায় বোকা॥
চীরপোরা ক্ষীরছাঁচ চিনি হয় ঘুণ।
পিটুলির চন্দ্রপুলি গুড়া চুণ লুণ॥
সলজ্জ শ্বশুরবাড়ী খায় লজ্জা মনে।
মাথা খাও, খাও খাও, বলে রামাগণে॥
পেটে খিদে, মুখে লাজ, শুনে হাসি পায়
হাবা ছেলে হেঁটমুখে আধপেটা খায়॥
অধুনা প্রস্তুত অন্ন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় করেন ভোজন॥
জামাই কামাই নাই অন্য কর্ম্ম ছাড়ি।
চোরের উপরে করে ভাল বাটপাড়ী॥
ভাতের ভিতরে এক বাটি দিয়াছিল।
গোপনে গোপনে তাহা চুরি করে নিল॥
চপলা অবলাকুল হয় চিন্তাকুল।
বাটি কোথা গেল বলি বড়ই ব্যাকুল॥
রসিক বলেন শুন রসিকা অঙ্গনা।
অন্ন-জ্ঞানে খাইয়াছি হয়ে অন্যমনা॥
কিম্বা গলে গেছে তব নয়ন আগুনে।
পাথর সলিল বাম লোচনের গুণে॥
ভোজন সাধন হলে ফিরে দেয় বাটি।
পান খেতে খেতে পরে আসে বারবাটী॥
আমোদ প্রমোদে পূর্ণ যত পুরলোক।
প্রকাশে সবার মনে পুলক-আলোক॥
মিলাইতে নারীরত্ন স্বামী স্বর্ণ পরি।
অস্তাচলে চলে হরি ধরা পরিহরি॥
বিনোদিনী সাজাইতে সাজে রামাগণ।
কত মত করে বেশ হয়ে একমন॥
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার পরায় অশেষ।
বেণী বিনাইয়া শেষ করে দেয় শেষ॥

চন্দ্রমুখ মুছি টিপ কাটিল সরস।
শশধর কোলে যেন শোভা করে শশ॥
কুসুমে ভূষিত করে ভুবন-ভামিনী।
মহেন্দ্রভবনে যেন মহেন্দ্র মোহিনী॥
দুগ্ধফেণনিভ শয্যা বিস্তার করিয়া।
জীবিত সরসীরুহ রাখে বসাইয়া॥
জ্ঞানযুক্ত অলিরাজে আনিতে হেথায়।
সহচরী ত্বরাত্বরি ডাকিবারে ধায়॥
আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন যতেক যুবতী।
রত্নময় বাম পাশে রাখে রত্নাবতী॥
শোভা হেরি যায় চলে সুলোচনাগণ।
দম্পতী করেন সুখে শর্ব্বরী যাপন॥
আড়ালে থাকিয়া যত সুরসিকা মেয়ে।
কপাট জানালা দিয়া সবে দেখে চেয়ে॥
কোন ধনী কথা কয় মৃদু মধু স্বরে।
ওলো ধনি, একি ধ্বনি শুনি এই ঘরে॥
কি কর মুরলীধর মোহিনীর কাছে।
নয়ন পূরিয়া দেখ কিবা শোভিয়াছে॥
বিমল কমল কোলে. কি কর বসিয়া।
মকরন্দ কর পান মানস পূরিয়া॥
প্রথমেতে প্রণয়িনী কথা নাহি কয়।
সম্বোধিয়া নব কান্তা কান্ত কোলে লয়॥

লঘু ত্রিপদী।

কামিনী যামিনী সুখের কাহিনী
কহিয়া যাপন কর।
বদন মধুরা কেন কামধুরা
ঢাকিতেছ দিয়া কর॥
তব ওষ্ঠাধর জিনি ইন্দীবর
সুধার আধার জানি।

অন্তর চকোর চরিতার্থ মোর
কর, করি যোড়পাণি॥
বিধাতা বিমুখ, তব বিধুমুখ
ঘোম্‌টা-রাহুতে গ্রাসে।
আজ্ঞা কর ছলে দানবের বলে
নাশি আমি অনায়াসে॥
স্বামীর বচনে বামা হাসে মনে
ঘাড় নাড়ি করে মানা।
নিষেধ সে নয়, প্রেম পরিচয়
ভাবুকের মন জানা॥

পয়ার।

বাহিরেতে রামাগণ শুনে সুখী হয়।
হইবে মানস পূর্ণ শুন রসময়॥
এক 'না' শুনিয়া নানা দুঃখিত অন্তরে।
আর না, আর না, কত বলিবে হে পরে॥
কান্ত বলে সুধামাখা এখন হবে না,
এ হবে না পরে আর রবে না রবে না॥
পতির রসের কথা শুনে পত্নী হাসে।
ধীরে ধীরে গুণমণি দৈত্যবরে নাশে॥
প্রস্ফুটিত মুখপদ্ম স্বামী পরশনে।
প্রেমালাপে পরিতুষ্ট হয় দুইজনে॥
নিত্য নিত্য নব সুখ এরূপে ভুঞ্জিয়া।
স্বধামে জামতা যায় শ্রীধাম ছাড়িয়া॥
ষষ্ঠীদেবী পূজা করি সবে সুখী হয়।
প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী হৃদয়ে উদয়॥
অভাগা অনূঢ়া যারা, তারা মনোদুখী।
দীনবন্ধু মিত্র কহে, কর ষষ্ঠী সুখী॥

জামাই-ষষ্ঠী।

(দ্বিতীয় বারের।)

আইল সুখের ষষ্ঠী সুখ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
ধাইল জামাই সব শ্বশুর-আবাসে॥
ফুটিল প্রেমের ফুল হৃদয়-কাননে।
ছুটিল কামের তীর কামিনী-আননে॥
নবীন নায়ক সব ছিল উচাটন।
পাঁজি দেখে বুঝাইয়ে রেখেছিল মন॥
আশা-তরি ভাসাইয়ে সময়-সাগরে।
কাটিয়াছে এত দিন ধৈর্য্য হালি ধরে॥
ছাড়ায়ে শীতল-ষষ্ঠী ভাবাকুল মন।
কত শোকে অশোকের পায় দরশন॥
অশোকে অধীর অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গে।
নানা ভাবোদয় মনে প্রমদা প্রসঙ্গে॥
কেহ বলে, হালে আর নাহি পায় পানী।
দেখি নাই মুখপদ্ম, ধরি পদ্মপাণি॥
মাঝের কদিন হক্ এখনি যাপন।
অশোকে অরণ্য-ষষ্ঠী করি উদ্‌যাপন॥
ফলে সহকার পরে, সুখের সঞ্চার।
অরণ্যের আগমনে আনন্দ অপার॥
সহসা জামাতা যত উঠিল শিহরে।
শুভ গমনের তরে সুখে সজ্জা করে॥
কাল্‌নাগিনী-পেড়ে ধুতি পরে সমাদরে।
কোঁচার শেষের ফুল ভাল শোভা করে॥
শোভিছে নেটের জামা পেটের উপর।
অপরূপ কপ আঁটা, চোনাট সুন্দর॥
সবুজ-বরণে বারাণসীর উড়ানি।
সে উড়ানি নায়িকার নয়ন জুড়ানি॥

গলায় বিলাতি চেন, পকেটেতে ঘড়ী।
কাঁটা তার প্রেম কাঁটা, বেধে ঘড়ী ঘড়ী॥
কারপেটি জুতা পায় শোভা পায় যত।
জুতা নয়, সে জুতায় জুতা মারে কত॥
করশাখা সুশোভিত করিল অঙ্গুরী।
গলায় রুমাল বেঁধে বাড়ায় মাধুরী॥
কেশে কাটি বাঁকা সিঁতি বিলাতি ধরণে।
মনেতে গরব কত পরব-পালনে॥
রমণীর পরিণয়ে পবিত্র প্রণয়।
সমভাবে সকলের হৃদয়ে উদয়॥
কিবা রাজা, কিবা প্রজা, ধনী কিবা দীন।
পীযূষ-প্রণয়-রসে সমান বিলীন॥
রম্য হর্ম্ম্যে গজদন্ত নির্ম্মিত পালঙ্গে।
যত সুখ ভুঞ্জে ভূপ রাণী-রসরঙ্গে॥
তৃণশালাবাসী কৃষী প্রেয়সীর সনে।
ততোধিক হয় সুখী প্রেম-আলিঙ্গনে॥
কৃষিণীর বিম্বাধরে করিয়া চুম্বন।
পাতার কুটীর ভাবে ইন্দ্রের ভবন॥
জামাই-শ্রেণীর মাঝে দীন হীন যত।
সুমধুর মিষ্ট ভাষে তুষ্টি-লাভ কত॥
পাঠ করে কুল-কোষ্ঠী গোষ্ঠী অনুসারে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ফষ্টি করি ষষ্ঠী-পালা সারে॥
রিপু করা ধুতি পরি নাহি ভাবে দোষ।
ভাবে মনে আদি রিপু কিসে হবে তোষ॥
লোকে বলে এই ধুতি এনেছিল চেয়ে।
ফলেশ্আর সুখী কেবা আছে তার চেয়ে॥
ছেঁড়া স্থতা যোড়া দিয়া যোড়াগাঁথা রয়।
ভেড়াভেড়ি হলে আর ছেঁড়াছিঁড়ি নয়॥
যে জন হয়েছে ঘর-জামায়ে জামাই।
কোন দিন নাহি তার ষষ্ঠীর কামাই॥

দুকুলেতে কেহ নাই, কোথা আর যায়।
ষষ্ঠীর বিড়াল হয়ে মাচ দুদ খায়॥
অপমানে অপমান কিছু নাহি বোধ।
'পেটে খেলে পিঠে সয়', কেন হবে ক্রোধ॥
সদা সহবাসে দারা স্বসার সমান।
ষষ্ঠীতে শ্বশুরালয় পিত্রালয় জ্ঞান॥
সতত থাকিয়ে তথা সুখী নয় মনে।
মাতালে মদের সুখ জানিবে কেমনে॥
ফলে, যদি এ বিষয় দোষ তার ধরি।
বিচারেতে দোষী হয় হর আর হরি॥
দু তিন ছেলের বাপ যে সব জামাই।
তারাও উঠেছে ক্ষেপে, বলে যাই যাই॥
ছেলে দেখিবারে যাব, বাটা নিতে নয়।
পো-নামে পোয়াতি বাঁচে সর্ব্ব লোকে কয়॥
এক দিকে বাপ সাজে, আর দিকে ব্যাটা।
ভাইপোরে লজ্জা দিয়ে সাজিলেক জ্যাটা॥
পুরাণ জামাই-কথা ধরিবে না মনে।
নবীন-জামাই কথা রচিব যতনে॥
একে একে উপনীত শ্বশুর-সদনে।
জামাই আইল দেখি, সবে সুখী মনে॥
কেহ আসি সমীরণ করে সঞ্চালন।
বারি ঝারি আনি কেহ ধোয়ায় চরণ॥
তেল মাখাইয়া কেহ দেয় সমাদরে।
মনসাধে যাদুমণি স্নান পূজা করে॥
অন্তঃপুরে আসি দাসী দেয় সমাচার।
উথলিল মেয়েদের প্রেম-পারাবার॥
খাদ্য দ্রব্য নানামত করি আয়োজন।
অধীরা হইল তারা জামাই কারণ॥
"মাতা খাস্, যা লো দাসী, বাহিরে সত্বরে
অবিলম্বে বনমালী আনগে অন্দরে॥"

এখানে জামাই বসে পুরুষের দলে।
মন কিন্তু গেছে মনোমোহিনী-মণ্ডলে ॥
দাসী আসি হাসি হাসি কহে মৃদুস্বরে।
"এস গো জামাই বাবু বাড়ীর ভিতরে ॥"
এ কথা শুনিলে আর থাকে কোন্ কাজ।
"ব্যস্ত কেন যাই" বলে উঠে যুবরাজ ॥
ধীরি ধীরি সহচরী সহিত গমন।
মুদ্রা দিয়া প্রণমিল শ্বাশুড়ী-চরণ ॥
শ্বাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ ধানেতে প্রকাশ।
তনয়ার হও দাস—এই অভিলাষ ॥
প্রণমিয়ে নটবর সকলের পায়।
হাস্য-আস্যে আসনের নিকটে দাঁড়ায় ॥
"বস বস রসময়" বলে রামাগণ।
"দাঁড়ায়ে রহিলে কেন থাকিতে আসন ॥"
মনোহর মনোহর স্বরে কথা কয়।
"কি কারণ দাঁড়ায়েছি শুন পরিচয় ॥
নিরাসনে চন্দ্রাননী তোমরা সকলে।
আসনে অধম আমি বসিব কি বলে ॥
বসিয়া বসাও যদি বসিবারে পারি।
না বসিলে কিসে বসি বসিবারে নারি ॥"
হাসিয়া কহিছে এক তরুণী-কামিনী।
"হৃদয় জুড়াল শুনে সুমধুর বাণী ॥
প্রণয়-মন্দিরে তুমি নব উপাসক।
জ্ঞান নাই কোথা থাকে বকুল চম্পক ॥
পতির হৃদয়চক্র নারীর আসন।
সতত বিরাজে তায় রমণী রতন ॥
মুহূর্ত্তেক নিরাসনে নাহি কোন নারী।
অনুক্ষণ বসে আছে উপরি তাহারি ॥
প্রেম-চক্ষু-হীন তুমি দেখিতে না পাও।
সেই হেতু আমা সবে বসাইতে চাও ॥"

সরস উত্তর শুনি মোহিনীর মুখে।
আসনে জামাই বসি কহিতেছে সুখে॥
"ক্ষম অপরাধ মম, তব পায় পড়ি।
মানিলাম প্রেমে তুমি দিলে হাত-খড়ী॥'
কথার কৌশলে হাসি কহিছে রূপসী।
"আহা মরি! খাও কিছু, শুষ্ক মুখ শশী॥'
হাবা ছেলে বোবা হয় পীঁড়ির উপরে।
বোবা বোবা বলে তবু বাক্য নাহি সরে
কৌতুকে কামিনী কহে কৌশল বচনে।
"ওল মান, বোল তবে ফুটিবে বদনে॥"
পরিহাসে রসালাপ করে যত মেয়ে।
হেটমুখে খায় হাবা, নাহি দেখে চেয়ে॥
কারিগুরি নারীগণ করে অগণন।
জিনিসেতে জাল করে করিয়া যতন॥
বারিহীন গেলাসের ঢাকনি উপরে।
কলাগাছ-গোড়া কেটে ডাব-ভাব করে॥
বিচ্‌লির জলে করে মিছরির পানা।
তৃষ্ণায় জামাই খাবে, না করিবে মানা॥
ঘুণের করেছে চিনি দেখিতে সুন্দর।
পিপীলিকা খায় ভুলে, কোথা আছে নর।
কোন মতে মেয়েদের না দেখি কসুর।
কাঁটালের বিচি কেটে করেছে কেসুর॥
অপরূপ শশা করে ত্যালাকুচা কেটে।
আহ্লাদে হইয়া কাণা দিতে হয় পেটে॥
তেঁতুলের বিচি কেটে করে ক্ষীর ছাঁচ।
প্রভেদ নাহিক তায়. কেবা পায় আঁচ॥
পিপুল পাতের পানে খিলী বানাইল।
এলাচ লবঙ্গ গুয়া ভেদ করি দিল॥
চতুরের চারি চক্ষু প্রিয়া-প্রিত্রাবাসে।
করি সব অনুভব বুঝে লয় বাসে॥

জলপাত্র ঢাকা দেখি করেছে কৌশল।
"কোথা আমি হাত ধোব, দেশে নাই জল॥"
বলে বাণী কোকিলবাদিনী সুলোচনা।
"সারি সারি বারি-ঘট দেখেও দেখ না॥"
সুরসিক বলে, "শুন শুন গুণবতি।
দেববাণী-তুল্য মানি তোমারি ভারতি॥
কিন্তু কমলিনী, কি হে শুন নি শ্রবণে।
'বাঁশ-বনে ডোম কাণা' বলে সর্ব্ব জনে॥"
আর বামা বলিতেছে বচন সরল।
"মোচন কর হে পাত্র, পাইবে কমল॥"
গুণমণি বলে "ধনি, শুন বলি সার।
ঢাকা পাত্রে দিলে হাত একে হবে আর॥"
শুনিয়ে সরস ভাষা ভুবনমোহিনী।
বারি পোরা পাত্র আনি দিলেন তখনি॥
অচতুর অগ্রে করে ঢাকনি মোচন।
জীবন না দেখে তায় হারায় জীবন॥
কৌশলে কামিনী বলে মধুর বচনে।
"গেলাস খেয়েছে জল তব পরশনে॥
বিষম হাসির ঝড়ে উড়ে যায় প্রাণ।
অবাক আড়রে ছেলে হয়ে অপমান॥
জলযোগ-পরে হয় ভোজনায়োজন।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অপূর্ব্ব অশন॥
যত রামা করে নানা চাতুরী এখন।
জেনেছে সে সব সেই, ঠেকেছে যে জন॥
মোম গলাইয়া বাটি পুরে ঘৃত করে।
হবি মেখে রেখে দেয় ভাতের উপরে॥
পিটুলির দুদ ঢেকে দেয় দুদ-সরে।
সর ফুঁড়ে কার আঁখি যাইবে ভিতরে॥
লাজেতে জামাই সব বেছে বেছে খায়।
একে বা ঠকিয়ে যায় আর বা ঠকায়॥

জামাই ঘেরিয়ে বসে সুলোচনাগণে।
পয়ঃ সহ মধুফল দিতেছে যতনে॥
চতুরা চতুরে কথা কৌতুক কৌশলে।
খেতে খেতে কত কথা কত জনে বলে॥
কেহ বলে, "উপরোধে ঢেঁকি গেলে লোক।
পার নাকি খেতে তুমি দুদ এক ঢোক॥"
অধরে অম্বর দিয়া কহিছে শালাজ।
"গোটা কত মিঠে আঁব খাও ত্যজে লাজ॥"
নাগর হাসিয়া বলে, "আর খেতে নারি।
উপরোধে ভাল চুত দিলে নিতে পারি॥"
চতুরা রমণী সেই বুঝিল আভাস।
"দিতে পারি মনোমত, কিন্তু তাহে আঁশ॥
কি জানি মুক্তা-দাঁতে যদি লেগে যায়।
ব্যাঘাত হইবে শেষ আসার আশায়॥"
নাগর কহিছে, "সব তোমারি ত হাত।
নি-আঁশ বাছিয়া দিলে রক্ষা পাবে দাঁত॥"
ঈষৎ হাসিয়া কহে শালাজ তখন।
"অরসিক তুমি তাই বলিলে এমন॥
যাহা তুমি ডান হাতে করেছ গ্রহণ।
নি-আঁশ ও আঁব, দেখ মেলিয়ে নয়ন॥"
পড়িল খুসির হাসি শশিমুখী-দলে।
থতমত খেয়ে কান্ত কিছু নাহি বলে॥
কামিনী কৌশল কথা নানা মত আছে।
শুনিতে বাসনা যার, এস মোর কাছে॥
অবশেষে পান খেয়ে যান যুবরাজ।
আহ্লাদে বসেন গিয়া যুবক-সমাজ॥
সেতার তবলা বাজে, খেলে দাবা তাস।
সন্দেশের টাকা দেন হইয়ে উল্লাস॥
মন কিন্তু জামাইয়ের সদাই অস্থির।
কতক্ষণে আগমন হবে যামিনীর॥

তত বাড়ে, কমে যত তপনের তাপ।
রবি অস্ত দেরি দেখে বাড়িছে বিলাপ ॥
তরুণী তরুণে তাপে তারিতে তরণি।
অবশেষ অস্তে যান ছাড়িয়ে ধরণী ॥
মনের আঁধার যায়, দেখিয়া আঁধার।
নিশিতে প্রণয় নীরে দিবেন সাঁতার ॥
মেয়ের মায়ের মন রসে টলটল;
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া কমল ॥
সুবেশ করিল বেশ বর্ণনা অশেষ।
সাজাইল উমা যেন তুষিতে উমেশ ॥
মোহিনীর খোঁপা বাঁধে চিকাইয়া চুল।
চারি পাশে ঘিরে দেয় বকুলের ফুল ॥
জামাই-সোহাগি টিপ ভালে কেটে দিল
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল ॥
আভরণে আদরিণী আবৃতা হইল।
তরুণ অরুণ যেন উষায় উঠিল ॥
গোধূলিতে ধ্যান পূজা করি সমাপন।
সুখাদ্য জামাই বাবু করেন ভক্ষণ ॥
রঙ্গে ভঙ্গে কুরঙ্গনয়না-কুল সনে।
আছেন পরম সুখে কথোপকথনে ॥
রহস্যে রজনী বৃদ্ধি, বলে রামাগণ।
"চল চল মন্মথ, করিতে শয়ন" ॥
শ্যালকী শালাজ সঙ্গে সানন্দে সুরত।
আইল শয়নাগারে পূর্ণ-মনোরথ ॥
প্রিয়তমা সরোজিনী পালঙ্গ-উপরে।
দেখে সুখ বাড়ে দিননাথের অন্তরে ॥
সুবদনীগণে বলে সুমধুর-স্বরে।
"সুরঙ্গে অনঙ্গ বাস পালঙ্গ-উপরে ॥
নির্জ্জনে নলিনী সনে কর প্রেমালাপ।
আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ ॥

শয্যা-সরোবরে রাখি পদ্মিনী ভ্রমরে।
লুকাইয়া দেখে সব থাকিয়ে অন্তরে॥
কি কথা কহিবে কান্ত করিছে ভাবনা।
ঘোমটা দেখিয়ে চেয়ে হইয়ে বিমনা॥
"কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে, ভাবিয়ে না পাই।
পরিণত বিধুমুখ, তাহে কথা নাই॥
রূপের গৌরবে বুঝি হয়ে গরবিণী।
প্রেমাধীন জনে দুখ দেও আদরিণি॥"
কামিনী কহিল কথা পীযুষের তারে।
প্রভাতে ললিত যেন বাজিল সেতারে॥
"সুরসিক তুমি নাথ, আমি হে বালিকে।
বচন রচনা ভাল রসিকা রসিকে॥"
অধরে চুম্বন করি বলেন রসিক।
"কিসে প্রাণ-কমলিনি, আমি সুরসিক॥
তব সনে প্রণয়িনি, এই দরশন।
বল দেখি আমি তব হই কোন্ জন॥"
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর।
"তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর॥
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুরঝির ঠাঁই।
তুমি প্রাণ, হও মোর ঠাকুর জামাই॥"
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল।
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল॥
গুণমণি অধোমুখ সুখ অপমানে।
চতুরা রমণী বলি রমণীরে মানে॥
নানারূপ আলাপনে নিশি হয় শেষ।
যে হয় জামাই সেই জানে সবিশেষ॥
দিনেক দুদিন থাকি মথুরা নগরে।
বিদায়ি বসন লয়ে যায় নিজ ঘরে॥
মনসুখে প্রণমিয়া ষষ্ঠীর চরণ।
রচিলেন দীনবন্ধু সুখের পার্ব্বণ॥

লয়াল্টি লোটস্।

অর্থাৎ

রাজভক্তি শতদল।

এস ভ্রাতা আল্‌ফ্রেড, আদরের ধন,
আনন্দে নাচিছে আজি আর্য্য সুতগণ,
শুভ দিনে শুভক্ষণে, তব চারু চন্দ্রাননে,
করিবে উল্লাসে সবে রাজ-দরশন ;
দয়াময়ী মা জননী রাণী ভিক্টোরিয়া
তোমাতে উদয় অদ্য রাজ্য উজ্জ্বলিয়া।

বসহে রাণীর পুত্র, পৃথু সিংহাসনে,
পৃথ্বীপতি শোভা হেরি পুলকিত মনে !
শত বৎসরের পরে, মা মহিষী দয়া করে,
পাঠালেন প্রিয় পুত্র ভারত-ভবনে।
কে বলে আছেন মাতা আমাদের ভুলে,
এই যে স্নেহের চিহ্ন হিন্দুপুত্র কূলে।

উদয় অন্তরে আশা আপনা আপনি,
এইবার আমাদের ভাবি নরমণি
যুবরাজ স্নেহভরে, প্রজার পালন তরে,
আসিবেন সঙ্গে লয়ে পবিত্র রমণী,
উথলিবে সুখসিন্ধু হিন্দু দেশময় ;
জয় জয় যুবরাজ জয় জয় জয়।

ভবেশে ভকতি-ভরা মাতা ভিক্টোরিয়া,
বীর-প্রসবিনী রাণী বীর-বরণীয়া,
পরে পুল্‌কিত মনে, সহ নিজ পরিজনে,
উদয় হবেন সুখে ভারতে আসিয়া ;
মা বলে প্রজার দলে করিছে রোদন,
লবেন কোলেতে তুলে চুম্বিয়ে বদন।

---

* ১৮৬৯ সালে ডিউক অফ এডিনবরার কলিকাতাগমন উপলক্ষে রচিত।

বসহে ডিউক ভাই, হিন্দু ভাই দলে
শ্বেত-শত দল মালা দিই তব গলে,
ক্ষীর সর নবনীত, মতিচুর মনোনীত,
মনোহরা চন্দ্রপুলি গঠা সুকৌশলে,
সমাদরে করি দান বদনে তোমার ;
তা চেয়ে সুতার দিই প্রেম উপহার।

বাজাও তবলা বাঁশী বেহালা সেতার,
এমন সুখের দিন কবে হবে আর,
ঘুমুর বান্ধিয়ে পায়, পেসোয়াজ দিয়ে গায়,
নাচরে নর্ত্তকি, লয়ে ভঙ্গি মেলকায় ;
গাওরে গায়িকা গীত, দিব্য তান লয়ে,
হারায়ে ইন্দ্রের সভা ভারত-আলয়ে।

মেয়ো সনে রাজপুত্র বসেছে সভায়,
আলোময় কলিকাতা অধিপ-আভায় ;
দীপরত্ন অঙ্গে পরি, আভাময়ী এ নগরী,
প্রজার হৃদয়-আভা মিলিয়াছে তায়।
ধর্ম্মশীলা হিন্দুবালা ইন্দুনিভাননী
অলিন্দে দিতেছে দীপ দিয়ে হুলুধ্বনি।

মঙ্গল সাধন হেতু বঙ্গ বরাঙ্গনা
গুণপনা সহকারে দেছে আলপনা,
গন্ধপুষ্প দুর্ব্বাধান, সমাদরে করি দান,
মনসাধে সাধিতেছে ভূপ উপাসনা
ধন্য বঙ্গ-বিলাসিনী মঙ্গলনিধান,
কোথা সতী ভক্তিমতী তোমার সমান ?

রাজপুত্র সিংহাসনে, বড় শুভ দিন,
কে বলে ভারতে আর স্বাধীনতা-হীন ?
আপন নয়নে তুমি, দেখিলে ভারতভূমি,
আনন্দ সাগরে সব দেখিলে বিলীন ;

বলিবে বিলাতে গিয়া শুভ সমাচার,
ভাসিয়াছে ভারতের ভক্তি-পারাবার।

কি দিব মহিষী-পদে সকলি তাঁহার,
লয়াল্টিলোটস্ লও ভারতের সার,
রাজভক্তি রসে গলি, ভিক্টোরিয়া জয় বলি,
করতালি দেহ সবে সুখে একবার;
পাইলাম এত দিনে জননীর কোল
ভিক্টোরিয়া জয় বলি দেহ হরিবোল।

প্রভাত।

রাত্ পোহালো, ফরসা হলো,
ফুটলো কত ফুল,
কাঁপিয়ে পাকা, নীল পতাকা,
যুট্‌লো অলিকুল।
পূর্ব্ব ভাগে, নবীন রাগে,
উঠ্‌লো দিবাকর,
সোণার বরণ, তরুণ তপন,
দেখ্‌তে মনোহর।
হেরে আলো, চোক জুড়ালো,
কোকিল করে গান,
বৌ-কথা কয়, করে বিনয়,
ভাঙ্‌চে বোয়ের মান;
ঘরের চালে, পালে পালে,
ডাক্‌চে কত কাক,
পূজ-বাটীতে, জোর কাটিতে
বাজ্‌চে যেন ঢাক।

পতি বিরহে, পদ্ম দহে,
পদ্ম বিরহিণী,
ঝরিয়ে নয়ন, তিতিয়ে বসন,
কাটিয়েছে যামিনী;
গেল রজনী, হাস্‌লো ধনী,
পতির পানে চায়।
মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে,
যাচ্চে ঊষার বায়।
মাতা তুলি, মরালগুলি,
নদীর কলে ধায়,
চরণ দিয়ে, জল কাটিয়ে,
সাঁতার দিয়ে যায়।
ঘোমটা দিয়ে, ঘাটে বসিয়ে,
ছোট বধের কুল,
মাজ্‌চে বাসন, বাজ্‌চে কেমন,
তাবিজ্‌ লঙ্গফুল;
পরস্পরে, মধু স্বরে,
মনের কথা কয়।
ঘোমটা থেকে, থেকে থেকে,
হাসির ধ্বনি হয়।
অনেক মেয়ে, গামছা দিয়ে,
ঘস্‌চে কোমল গা,
পশি জলে, মুখে বলে,
নিস্তার গো মা;
উঠে কূলে, এলো চুলে,
বসে সুলোচনা,
মাটী দিয়ে, শিব গড়িয়ে,
কর্চ্চে উপাসনা।
কত কুমারী, সারি সারি,
দুলচে কাণে দুল,

কানন হতে, কচুর পাতে,
আন্‌চে তুলে ফুল।
আস্তে ঝাড়ি, তুঁষের হাঁড়ী,
আগুন করে বার,
খর্সান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে
যাচ্চে চাষার সার।
পান্তা খেয়ে, শান্ত হয়ে,
কাপড় দিয়ে গায়,
গরু চরাতে, পাচন হাতে,
রাখাল গেয়ে যায়।
গাভীর পালে, দোয় গোয়ালে,
দুধে কেঁড়ে ভরে,
গজ-গামিনী গোয়ালিনী,
বসে বাছুর ধরে ;
হাস্‌চে বালা, রূপের ডালা,
মচ্‌কে মধুর মুখ,
গোপের মনে, দুধের সনে,
উঠ্‌চে কেঁপে সুখ।
গাছের তলে, বেড়ে অনলে,
বলে বমম বম্,
জটা শিরে, সন্ন্যাসীরে,
মার্‌চে গাঁজায় দম্।
পাটী বগলে, ছেলের দলে,
পাঠশালেতে যায়,
পথে যেতে, কোঁচড় হতে,
খাবার নিয়ে খায় ;
এই বেলা, সকাল বেলা,
পাঠে দিলে মন,
বৈকালেতে গৌরবেতে,
রবে যাদু ধন।